

মুরারি বটিকা।

দুর্ভবিধ নূতন পুরাতন প্রীহা ও যন্ত্র সংযুক্ত
ম্যালেরিয়া জ্বরের অধিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জন, এসিষ্ট্যান্ট সার্জন ও অন্যান্য
ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং
চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি
ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেন্ট কর্তৃক
কলিকাতায় স্থাপিত স্থল অফ ট্রিপিভ্যাল মেডিসিন
নামক সর্কোচি বিজ্ঞানদের হাসপাতালে রোগীকে
মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য ফল দর্শিয়াছে
এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্কোচিষ্ট ঔষধ
তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির
মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ভিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।



সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গল সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গল সংবাদের প্রকাশের তারিখ শুক্রবার ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ইতিমধ্যে।
১০ টি পৃষ্ঠা। বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।
নগর মূল্য ১/০ এক টাকা। বাংলার মূল্য অত্রিমে দেয়া।
জঙ্গল সংবাদের বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ১০ আনা, এক
মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৩০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন
প্রতিবার ৭০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ১২০ আনা, এক
বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ২০০ আনা হিসাবে।
বক্তৃতা বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয়
টিউ পত্র, মনিঅর্ডার ও নিমিত্ত সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে
ক্রীতিনর কুমার পণ্ডিত, জঙ্গল সংবাদের কার্যালয়, বঙ্গলাগঞ্জ, মণিপুর।

১৪শ বর্ষ

বৃহস্পতিবার—মুর্শিদাবাদ ১১ই মাঘ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 25th January 1928.

৩৩শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩৪ বৎসরের পরীক্ষায় সর্বপ্রকার মেহ রোগের সর্কোচিষ্ট মহৌষধ
বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও
পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা
আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরা-
ইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ
চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার
হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। জই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই স্মৃতি
পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এম,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ,
আর, সি, এম, ইত্যাদি লে: কর্ণেল এন, পি, লিং, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এম
একত্র অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩/-
" " মাঝারি শিশি ২।০
" " ছোট শিশি ১।০



স্বর্ণঘটিত সালসা—স্বায়মিক দৌর্ভলোর মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদ্রুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্বায়মিক দৌর্ভলো অরবিত্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন স্নীত ও
বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি
রক্ত শোধন স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, যেহে নূতন জীবন,
নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া মাংস, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই
স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত
উপসর্গে স্যাণ্ডো বাত্মস্তের ন্যায় কার্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২/- ; ৩টা একত্রে ৫।০
ডাক মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিস্ট।

১৪৮, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অধিতীয়।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

মুখকে সুন্দর করে।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

চুলকে খুব কাল করে।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

কেশ পতন বন্ধ করে।



কেশ-র-ঞ্জ-ন

চিত্তাশীলের সহায়।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

রমণীর অতি প্রিয়।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কেশ-র-ঞ্জ-ন

সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায়

নিরাপদ

হইতে

হইলে

মূল্য আট আনা মাত্র



কুরারিষ্ট

ধর করিয়া

থা

উচিত।

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।

১ ও ১৯নং লোয়ার চিংপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।



জঙ্গিপুৰ সংবাদ।

১১ই মাঘ বৃহস্পতি ১৩৩৪ সাল।

বাঙ্গালা দেশ কাহাকে বলে?

মহা মনীষি মাৰ্শম্যান সাহেব বলিয়াছেন—“ভারতবর্ষের যে অংশের লোক বাঙ্গালা বলে ও বাঙ্গালা লেখে, তাহার নাম বঙ্গ বা বাঙ্গালা দেশ।”

কিন্তু একথা এখন খাটে কৈ? বাঙ্গালা দেশের লোক এখন ইংরাজী বলে, হিন্দীতে কপ্‌চায়—তথাপি পাঁচপক্ষে বাঙ্গালা বলে না। যদিও শিক্ষিতগণ দয়া করিয়া বাঙ্গালা বলিবার একটু চেষ্টা করেন, সে বাঙ্গালার সঙ্গে পনের আনা ইংরাজী মিশানো থাকে। আর বাঙ্গালা লেখার কথা ছাড়িয়া দাও, বাপকে চিঠি লিখিতে হইলে, উপযুক্ত ছেলে সন্ধান খুঁজিয়া পান না, লেখেন—“মাই ডিয়ার ফাদার” মনের দুঃখে ভালো লোক বাংলা লেখেন না, শিক্ষিত লোক বাঙ্গালা পড়েন না; বলেন—“বাঙ্গালা আবার পড়িব কি?” তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা লেখে বটে—সে নাটক, নভেল, কাব্য। শুনিয়াছি বাঙ্গালা লেখায় নাকি বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, সম্প্রতি “দাম্পত্য বিজ্ঞান” “যৌবন বিজ্ঞান” প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ অপূর্ব পুস্তক বাজারে বাহির হইয়াছে। ছোকরা ও ছুকরীর দল—পিনালকোড বাঁচাইয়া উহা মন দিয়া পড়িতেছে। ফলে—পথে পথে “মদনানন্দ মোদকের ফেরি চলিতেছে। খবরের কাগজে দেখিতে পাই তিনটা জিনিষের বিজ্ঞাপন। লাল গাময়-হাবাতের লেখা পুস্তকাবলী, পেটেন্ট ওষুধ আর কে কেল স্বর্ণের অলঙ্কার!

“বাঙ্গাল দেশে যাঁহারা বাস করে তাহা-দিগকে বাঙ্গালী বলে।” হরি! হরি! এমন তাহা কি কথা লিখিতে আছে? বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী, পার্শী, মাদোয়ারী, ভুট্টা, সিন্ধী, জাপানী, চীনা, বেহারী, দিল্লীওয়ালী, বোম্বাইওয়ালী, আসামী, ভুটানী, নেপালী, উড়িয়া পাঞ্জাবী, শিখ, জাতি, প্রভৃতি সকলেই বাস করে,—ইহাদিগকে কি বাঙ্গালী বলা চলে? কখনই নয়।

অতএব এখন বলা যাইতে পারে—পেটের দায়—বড় দায়; অর্থাৎ এই যে সামান্য কতটা নীতি, বিদ্যা, বিলাস, শাস্ত্র—এমন কি বাঙ্গালীর মায়ের যা কিছু সমস্তই পেটের দায়ে। এহেন পেটের দায়ে—সকল দেশের লোক, যে দেশে একত্রিত হয়—তাহার নাম বাঙ্গালা দেশ। আর সেই বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া যাঁহারা মক্ষিকা হইতে ক্ষুদ্র, মশক হইতে

দুর্বল, আরম্ভলা হইতে নিরোধ এবং কেমন হইতে মৃগ্য—তাহারাই প্রকৃত বাঙ্গালী।

অধিনাসিগণ।

বাঙ্গালা দেশে যে সকল মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত। যথা পুরুষ জাতি ও স্ত্রী জাতি। এই পুরুষ জাতি আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম উত্তম পুরুষ, ২য় মধ্যম পুরুষ, ৩য় অধম পুরুষ। ব্যাকরণ শাস্ত্রেও ৩ প্রকার পুরুষের উল্লেখ আছে। আবার দার্শনিক পণ্ডিতগণও তিন রকম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

যাঁহারা দণ্ড মণ্ডের কর্তা—হ্যাটকোট পরেন, চতুর্ভুজ পরিমিত দেহ, গৌরবর্ণ—তাঁহারা উত্তম পুরুষ। অসিত চর্মধারীও যদি হ্যাটকোট পরেন, তাঁহার উপরের সাত পুরুষ নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেহ কস্মিন্ কালে সাগর না ডিঙ্গাইলেও—তিনি উত্তম পুরুষ মধ্যে গণ্য। দর্শনশাস্ত্র মতে ইহাদের নাম রাজপুরুষ বা সাকার পুরুষ।

যাঁহারা পত্নীতে নিতান্ত অমুরক্ত, পিতা মাতার প্রতি বিরক্ত, শ্যালক শ্যালিকার সাহায্য শাস্ত, পায়স পিষ্টক ছাড়িয়া চপ কাটলেটের ভক্ত, মুগী মটনে আসক্ত,—যাঁদের জ্বালায় দেশের লোক উভ্যক্ত, তাঁহারা মধ্যম পুরুষ।

আর যাঁহারা চাষবাস করে, দোকান পসার চালায়, গাল খায়, টেকস দেয়, মরা ফেলে, বারম্বারী পাণ্ডা হয়, শাক হুক্ত ভক্ষণ করে তাঁহারা অধম পুরুষ। তাঁহাদের দার্শনিক নাম কাপুরুষ। ইহারা একরকম নিরাকার।

স্ত্রী জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা ব্রত পূজা করেন, দেব দ্বিজে ভক্তি রাখেন, ত্রিশুককে ভিক্ষা দেন, ভাত রাঁধেন সেই লজ্জা নিরতা আত্ম বিসম্বৃত্তা, পরার্থপ্রাণা ধর্ম্মিক শরণা নারীগণ “প্রবীণা” অর্থাৎ “অসভ্যা”। আর যাঁহারা আত্মনিরতা, বিক্রম-তৎপর, রঙ্গ পরায়ণা, বিলাসিনী, বডি গাউন পরেন, সাবান মাখেন, পাউডারে অঙ্গরাগ বাড়ান, নাকিহুরে কথা কন তাঁহাদের নাম “নবীনী”। নবীনারা “সভ্যা”, পুরুষ জাতি ইহাদের অধীন।

বাঙ্গালা দেশের শাসন কর্তা।

বাঙ্গালা দেশ বাবুর দ্বারা শাসিত হয়। যথা আফিস কেরানী বাবু, ইন্সুলে মাফার বাবু, আদালতে ডেপুটী বাবু মুন্সেফ বাবু, উকিল বাবু পেসকার বাবু, পুলিশে দারোগা বাবু কনেষ্টেবল বাবু, রেলের তার বাবু টিকিট বাবু মাল বাবু, জমিদারীতে নায়েব বাবু, গোনস্তা সরকার বাবু, সংসারে কর্তা বাবু কাকা বাবু, মা বাবু খোকা বাবু দাদা বাবু দিদি বাবু (বাবু শব্দ সাধু শব্দের উভয় লিঙ্গ) কর্মক্ষেত্রে ডেপুটী বাবু ছোটবাবু, পথে ঘাটে হাটে ঘাটে অগিতে গলিতে রামবাবু ঠাকুরবাবু বাবু বাবু, তীর্থক্ষেত্রে মহান্তবাবু, আর কত কত করিব? যদিকে ফিরাই আঁখি বাবু ময়মই দেখি। বাঙ্গালা দেশে বাবু জন্মায়ও বাপী।

বাঙ্গালা দেশে কি কি হয়?

পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য হয়, ছুঁড়িফ হয়, ম্যালেরিয়া হয়, উচ্চ মূল্যে বর বিক্রয় হয়, কন্যাদায়ে ভিটা পেচিতে হয়, বুড়ার সঙ্গে বালিকার বিবাহ হয়, বালবিধবাকে একাদশী করিতে হয়। পুরুষের ডাইবিটিস হয়, স্ত্রী জাতির হিষ্টিরিয়া হয়। গলাবাজিতে দেশ উদ্ধার হয়, অভাগার জন্ম হয়, ভাগ্যবানের মরণ হয়।

মোটর চাপে কাঙ্গাল!

কোঞ্জীর ফল! কোঞ্জীর ফল! খণ্ডাবে কে? বড় লোকদের অদৃষ্টে যদি লেখা থাকে ‘মোটর চাপা’ তার মোটরে চড়ে ছুঁড়ি করে। আর কাঙ্গালের কপালে যদি ঐ কথা ছুঁটি ‘মোটর চাপা’ লেখা থাকে সে মোটর গাড়ীর তলায় পড়ে গোলমলে খালস পেয়ে ছুঁড়ি করতে করতে চলে যায়। আজ কয়েক দিন হলো বোখারা যাবার পথে কোন ভাগ্যমানের মোটর গাড়ীতে এক হতভাগা কাঙ্গাল চাপা পড়ে জঠর বহুবার দায় হ’তে অব্যাহতি পেয়েছে। যখন সে মোটরগালা তখন সে নিশ্চয়ই জ্যান্ত লোক। মরা মেরে খুনের দায়ী হওয়া বিধাতা পুরুষ বোধ হয় তার অদৃষ্টে লেখতে সাহস করেন নি। বেচারার মৃত দেহটা ডাক্তার কেটেছেন। তিনি তো পরীক্ষা করে বলতে পারবেন না যে কার মোটরে কাটা। প্রমাণ হলে ডাই-ভারকে নিয়ে টানাটানি হ’তো। হয়তো সাজাও বা হ’তো। কাঙ্গাল ম’রে বাঁচলো। ডাইভার মেরে বাঁচলো। আইভারের কোঞ্জীর ফলও খুব ভাল না বড় লোকের কপালের গুণে বেঁচে গেল?

নং সড়মে গুণ উপজে

অসং সড়মে যায়।

হাঁস ফাঁস হুতা পাতা

মিছরী ভাউ বিকায়।

তদন্তে কি হইল?

যখন তদন্ত সন্ধি বিচ্ছেদ করিলে হয়= তৎ+অন্ত। তৎ অর্থাৎ সেই বড়ো (ক্রী) অন্ত অর্থাৎ শেষ। বড়ো-টারই অন্ত হইল। অর্থাৎ সে আর বাঁচিল না।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুৰ প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।

৪১১ খাং ডি: ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিৎ দেং ইয়ারমহম্মদ সেখ দিৎ দাবি ১৮৩৩ পং গনকর মোজে দোলনিসা ২৩৩৩ কাত ২৩/৫ আ: ১০০

৩৪৮ খাং ডি: ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিৎ দেং উভালিনী দানী দিৎ দাবি ১২১/০ পং সুলতানউজ্জিয়ান মোজে হিলোড়া ১৩৩ কাত ১১/৮ আ: ৫০

৫২২ খাং ডি: বোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁ দেং ফজলেরবি মণ্ডল দিৎ দাবি ৩৮১/৫ পং সুলতানউজ্জিয়ান মোজে গাতিয়া ৭১২ কাত ৬/১৬ আ: ২৫০

৪৪৪ খাং ডি: সেবাইত শ্রীপ্রভাতকুমার চৌধুরী দিৎ দেং গিরীশচন্দ্র রায় দাবি ৩০০/০ পং সমসখালী মোজে গিরিয়া ৪/০ কাত ২৬০/০ আ: ১০০

৫৬৩ খাং ডি: পঙ্কজকুমার দাস দেং কোরিম সেখ দিৎ দাবি ৫০১/০ পং ফকুনপুর মোজে ওসমানপুর ১১০ কাত ১২৬/০ আ: ২৫০

৩৬০ মনি ডি: অখিনীকুমার সরকার দেং পিয়ারমহম্মদ বিশ্বাস দাবি ১৩৩৩/২ মোজে চাফনিহা ১২ কাত ১৫ আ: ৩০০

৫৬৮ মনি ডি: মাওলাবক্স বিশ্বাস দিৎ দেং ননীগোপাল সাহা দাবি ৫১৪১/৯ পং কাঁকজোল মোজে পাইকস্তা ১১/২ কাত ১১১/১০ জমার অন্তর্গত ৫/০ বিধা আ: ৩০০

জঙ্গিপুৰ সংবাদেৰ

ক্রোড় পত্ৰ।

১১ই মাঘ বৃধবাৰ ১৩৩৪, ইংৰাজী ২৫শে জানুৱাৰী ১৯২৮।

তাৰকেশ্বৰে মহাস্ত ভীতি।

গত ১২শে জানুৱাৰী স্বামী সচ্চিদানন্দ তাৰকেশ্বৰ হইতে সংবাদ দিয়াছেন যে, তাৰকেশ্বৰে মহাস্ত প্ৰিভি কাউন্সিলে জয়লাভ কৰাতে, তাৰকেশ্বৰ ও তৎসম্বন্ধিত অনেকগুলি প্ৰাণীৰ লোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। যাত্ৰীদেৱও ভয় হইয়াছে যে মহাস্ত আবার গিয়া তাৰকেশ্বৰে বসিলে কেহই এখনকাৰ মত নিৰ্বিয়ে সপৰি-
বাৰে তাৰকেশ্বৰে গিয়া দেব পূজা কৰিতে সাহস কৰিব না। গত সত্যগ্ৰহ আন্দোলনেৰ সময় মহাস্তৰ যে সমস্ত প্ৰজা ঐ আন্দোলনে মহাস্তৰ বিৰুদ্ধে যোগদান কৰিয়াছিল তাহাদেৱ ভয়ই সৰ্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তাহাৰা

স্বামীজিৰ নিকটে বলিয়াছে যে উচ্চপদস্থ ৰাজকৰ্মচাৰীৰা তাহাদেৱ নিকটে এইৰূপ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াছিলেন যে মহাস্তৰ ষ্টেটও ৰিসিভাৰেৰ হাতে থাকিব মহাস্ত তাহাদেৱ উপৰ কোন অত্যাচাৰ কৰিতে পাৰিবেন না। ঐ প্ৰতিশ্ৰুতিতে বিশ্বাস কৰিয়া ৰিসিভাৰেৰ হাতে তাহাৰা মন্দিৰেৰ চাবি প্ৰদান কৰিয়াছিল। এখন তাৰকেশ্বৰেৰ সম্পত্তিৰ অধিকাংশ যদি আবার মহাস্তৰ হস্তগত হয় তাহা হইলে ঐ সকল প্ৰজা পুনৰায় সত্যগ্ৰহ কৰিতে বাধ্য হইবে। মোটেৰ উপৰ প্ৰিভি কাউন্সিলে মহাস্তৰ জয়লাভ হওৱাতে তাৰকেশ্বৰ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। "হিতবাদী"

কলিকাতাৰ বহুদৰ্শী ডাল্ডাৰ ও কবিৰাজগণ কৰ্তৃক বিশেষভাবে পৰীক্ষিত ও প্ৰশংসিত।

নূতন জ্বৰ চিকিৎসা

ঘণ্টায়

আৰোগ্য।



পুৰাতন জ্বৰ

তিনদিনে

আৰোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুৰূপিত উপকৰণে প্ৰস্তুত বলিয়াই এদেশীয়

ৰোগীৰ পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বৰেৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আবার সালসার কাজ কৰে।

জ্বৰ বন্ধেৰ পৰও কয়েক দিনে মেনন কৰিলে জ্বৰেৰ কীটাণু গুলি একেবাৰে নষ্ট কৰিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি

প্ৰতি শিশি ১০ আনা। [প্রতি শিশি ১০ আনা।] এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

ইহা মেননে নূতন পুৰাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লাগা ও লিভাৰৰূপিত, পালা, কম্প প্ৰভৃতি যে কোন প্ৰকাৰেৰ জ্বৰ হটক না কেন, নিৰ্দোষভাবে আৰোগ্য হয়। উপকাৰ দেখিয়া বিস্তৃত হইবেন।

চিঠি লিখিবাব ঠিকানা—বলাক ফ্যাক্টৰী, ৩নং ব্ৰজহুলাল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা।

বনুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্ৰেসে শ্ৰী বিনয়কুমাৰ পণ্ডিত কৰ্তৃক মুদ্ৰিত ও প্ৰকাশিত।

বিপুল আয়োজন ! শীতবস্ত্র খরিদের অভাবনীয় সুযোগ ।

মোকামের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া এ বৎসরের দর আশাতীত হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছি ।
অন্য স্থানে খরিদ করিবার পূর্বে আমাদের নিকট দর যাচাই করিয়া দেখুন দর কত সস্তা ।

কুম্ভানামান

২০৭-৬ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ।

শাল, আলোয়ান, ধোঁসা, মলিনা, স্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, ফ্লানেল, সার্জ, বনাত প্রভৃতি সকল রকম
গরম কাপড় । বিবাহের উপযোগী সকল রকম কাপড় জামা, বেনারসী পার্শী বোম্বাই সাড়ী, তসর,
গরদ, চেলী, সার্ট, কোট, সেমিজ, সায়ী, জ্যাকেট, ব্রাউজ ইত্যাদি তৈয়ারী পোষাকের বিপুল
আয়োজন । পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরত । মফস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত দেখিয়া ভিঃ পিতে
সরবরাহ করিয়া থাকি ।

গর্ভনিবারণ চূর্ণ ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল
আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন । ইহাতে
জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চিৎ দিনের মত নষ্ট করে না ।
ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে । ইহাতে
স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা
দীর্ঘস্থায়ী হয় । ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা
থাকে । টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় । দারুদ
দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপা-
ততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কোটার মূল্য ডাঃ নাঃ সহ
১। এক টাকা চারি আনা ।

ঠিকানা—

মোসাস বি, দে, এণ্ড সন্স ।

গোঃ বারদী, জিলা ঢাকা ।

মাতৈঃ ।

মাতৈঃ ॥

কলেরা বিজয় ।

ভীষণ কলেরার জন্য ভীত হইবেন না । নিম্ন ঠিকানা
হইতে কলেরা বিজয় নামক ঔষধটি সংগ্রহ করিয়া
রাখুন । নিকটে কলেরা দেখা দিলে বা পাতলা দান্ত
হইলে ব্যবস্থামত ব্যবহার করাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাধির
হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করুন । প্রারম্ভে সেবনে রোগ
অল্পে বিনষ্ট হয় । শিশু ও গর্ভিণী নির্ভয়ে সেবন করিতে
পারে । বহু পরীক্ষিত বলিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে এবং
সময়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি । অনুরোধ রক্ষা
করিলে অর্থ নষ্ট ও শারীরিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই-
বেন । অলমতি বিস্তরেন । মূল্য মাত্র ॥০ আট আনা ।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র ।

ডাঃ খ্রীসীতানাথ দাস,

ই, এচ, পি, এণ্ড এচ, পি, পি ।

সর্বমঙ্গলা ঔষধালয় ।

হামকল, বাজর্গা, বীরভূম ।

ব্রাঞ্চ:—বাজর্গা, বীরভূম

৩১৫ মনি ডিঃ তনম্বকদাস শেঠি দিৎ দেৎ কেরামত সেথ
দিৎ দাবি ৭৭৯/৩ পং আদননগর মৌজে ইচলিপাড়া ইত্তাহারের
লিখিত সম্পত্তি নিলাম হইবে। আঃ ৪৮

৩৩৫ মনি ডিঃ অর্ধনীকুমার সরকার দেৎ রহমানী সেথ
দিৎ দাবি ১২২৩৬/৩ পং রাজসাহী মৌজে উমরপুর ৩২৪
কাত ৩৮/০ আঃ ৫০, ২নং লাট পরগণাদি ঐ ১০৩ কাত
১১০/০ তন্মধ্যে ২৬১ আঃ ৩০, ৩নং লাট পং রাজসাহী
মৌজে বালিয়াবাটি ৬০ কাঠা গর্ত মায় পাছাড় আঃ ২৫

৩৬৬ মনি ডিঃ কুম্বেদ কামিনী দাসী দেৎ নবচন্দ্র মারি
নাবালক পক্ষে কোর্ট গার্জেন বাবু অহুকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দাবি ৫৫৬/০ পং মঙ্গলপুর মৌজে ভাবকী ১০ কাত ৬০/১৪
তছপরিস্থিত ১ খোপ বাঁশ আম বৃক্ষ ২ পেড় ধর গর্ত ও
তছপরিস্থিত ঘর ৩ খানা দক্ষিণঘরী ১ খানা পূর্বঘরী
১ খানা ও উত্তরঘরী ১ খানা মায় কপটি চৌকাট নওয়া
জিমা ইহাতে দেন্দারের অর্দেক অংশ ১০ কাঠা আঃ ১০

৩৬৮ মনি ডিঃ দীনবন্ধু দাস মহান্ত দেৎ ভবেশ কুন্সাই
দাবি ১১০৬/৩ পং সুলতানউজিরান মৌজে সিদ্ধিকালী ২/২
কাত ৫১০ আঃ ১ কিতা ৪০, ১ কিতা ১০

৩৭৩ মনি ডিঃ চন্দ্রমনি দাস্তা দেৎ বিরু দাস্তা দিৎ দাবি
৭৫৬/৬ পং মঙ্গলপুর মৌজে মহেশাইল ১৬৩ বাস্ত কাত
৩৬১৬ তন্মধ্যে দেন্দারের একের আট অংশ ১/৪৬ কাঠা তছ-
পরিস্থিত খেড়ি ঘর ২ খানা মায় চাল ছাপ্পর বদরী বৃক্ষ ৩০
পেড় বাঁশ ৩ খোপ গন্ডি আন্ডাজ ২৫ নেজা বাবলা বৃক্ষ ১
পেড় ও ১ পেড় আত্র মধ্যে বিরু দাস্তার একের চার অংশ
আঃ ২০, ২নং লাট পরগণাদি ঐ ৬২৮ কাত ১২/১৫ তন্মধ্যে
দেন্দারের অর্দেক অংশ ১০৬ কাঠা বদরী বৃক্ষ সহ আঃ ১০

৩৭৫ মনি ডিঃ তারকেশ্বর মুখোপাধ্যায় দিৎ দেৎ লক্ষ্মণী
বেত্তা দিৎ দাবি ২১২১/৬ পং ও মৌজে বহুতাল ৭/০ কাত
১০ আনা আঃ ১৫০

৭৪৪ মর্গেজ ডিঃ বামচরণ দাস দেৎ রাখালচন্দ্র দাস
দাবি ৭৬২/৯ পং জোরার বিরাহিমপুর মৌজে হাদিনগর
৩০/০ এক জমা ও ২০/০ জমার জমি আঃ ৭৫

চৌকি জঙ্গিপুত্রের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।

২৫৫ খাং ডিঃ মহারাজ বাহাদুর সিংহ দেৎ জৈশান ভূইমালী
দাবি ২০৬০/০ পং কোণ্ডরপ্রতাপ মৌজে জামুয়ার ১০ কাত
১৬০/২১ আঃ ১২

৩২১ খাং ডিঃ কালীচরণ সিংহ দেৎ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
দিৎ দাবি ২৪/৯ পং মুরারীপুর মৌজে ঈশ্বরবাটী ৩০ কাত
১৬০ আঃ ১৫

৩৫০ খাং ডিঃ সরোজ কৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক দিৎ দেৎ
আলোসান নেসা বিবি দাবি ৩৪/২ মৌজে শীতলপাড়া ৬১২
বিঘা জমি আঃ ২০

৩৭২ খাং ডিঃ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ দিৎ দেৎ ক্ষীরোদ
চন্দ্র সিংহ দিৎ দাবি ৩১৩৬/৩ পং রাধাবল্লভপুর মৌজে
পরানপাড়া নামক মহাল ২৪৫নং নিষ্কর হোল্ডিং হয়। জমা
নালিয়ানা ১৩১ টাকায় দেন্দার দখলিকার দেন্দারের মৌরশী
মোকররি স্বয়ং বিশিষ্ট মহাল। সেটেলমেন্টের ১৫২৪নং
খতিয়ানভুক্ত আঃ ৩০০

৩৮০ খাং ডিঃ বিজ্ঞানসারায়ণ রায় দেৎ বুনিয়াদ সেথ
দাবি ২৯৬৩ পং গনকর মৌজে জোতফুল ৩/০ কাত ৬০/১০
আঃ ১০

৩৯৪ খাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেৎ মন্থনপথ মিস্ত্রী দিৎ
দাবি ২৬/৬ পং গনকর মৌজে মাণ্ডমাবাদ ৪১০ কাত ২১০
আঃ ১০

৩৯৫ খাং ডিঃ ঐ দেৎ নগেন্দ্রবালা দাসী ওরফে নাক্তুরী
দাসী দিৎ দাবি ১৮১/২ পং গনকর মৌজে আমগাহী ২১০
কাত ৩০/১০ আঃ ১০

৬৪৯ খাং ডিঃ আশুতোষ চৌধুরী দেৎ আলিমহম্মদ সেথ
দাবি ১২১/০ পং একবরসাহী মৌজে সুরতপুর ১/০ কাত ১
আঃ ৫

৬৫০ খাং ডিঃ ঐ দেৎ আলিমহম্মদ সেথ দাবি ৩৯৬/৩
পং একবরসাহী মৌজে সুরতপুর ৮১০ কাত ৫৬৪ আঃ ২৫

৬৫১ খাং ডিঃ ঐ দেৎ বিরু মণ্ডল দাবি ২৬৯ পং
একবরসাহী মৌজে নিস্তা ৬১০ কাত ৩৬/০ আঃ ২০

==সুরবল্লী কষায়==

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হান্দামানাই—

দৌর্বল্যা

রুগ্ন ও দুর্বল
ব্যক্তিদের জন্ত
সুরবল্লী
কষায় বিশেষ
উপযোগী
কারণ এই
সালদায়
এমন সব উপাদান
আছে যাতে
স্বাস্থ্য ও মাংস-
পেশী বলিষ্ট
ও পরিপুষ্ট
হয়। প্রত্যেক
শিশির সঙ্গে
মাত্রা ও পথ্যা-
পথ্যের ব্যবস্থা
দেওয়া আছে।

চর্মরোগ

খোস পাচড়া
চুলকানি
ইত্যাদি রোগে
দূষিত রক্ত
পরিষ্কারের
জন্ত সালদা
ব্যবস্থা হলে
সুরবল্লী কষায়
ব্যবহার
করবেন।
এই সালদা
সম্পূর্ণ দেশীয়
উপাদানে
প্রত্যেক দিন
আমাদের
ওষধালয়ে
প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়

সব ডাক্তারখানায়
পাওয়া যায়।
এক শিশি ১১০ টাকা
তিন শিশি ৩৬০ আনা
ডাকমাষ্টার স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন

এও কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।



তু-সংবাদ! তু-সংবাদ! তু-সংবাদ!

আর চাৰিতেছেন কেন?

ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল

অর্থ উপার্জননের চমৎকার উপায় আমান্য পুঞ্জিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা,
সখা টাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, মোটর অবি।

ফোর্ড, চেভরলট এবং উজ ব্রাদার্সের

যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য অদ্যই লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেন্টস,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

দুঃখময় জীবন হয় কেন ?

পূর্বে জানিতে পারিলে কাছাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শরীর অস্থস্থ হইবার অগ্রে যদি স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিয়মগুলি জানিয়া রাখা যায়, তবে কাছাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শরীরের প্রধান শক্তি শুক্র, উহার অপব্যবহার না করিলে শরীরও অস্থস্থ হয় না, জীবনে দুঃখও পাইতে হয় না। শুক্র সতেজ থাকিলে কাজ কর্ম করিতে ইচ্ছা জন্মে, কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিলে জীবনে কাহারও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। জীবনে অশান্তি আনয়ন করিতে যদি ইচ্ছা না থাকে তবে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" সেবন করুন। ইহা ব্যবহারে স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্বল্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা, অকালিক ক্ষয়, শুক্রতারল্য, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় বাবতীয় পীড়া নিবারণ হয়। এই বটিকা স্ত্রীলোকের বাবতীয় ব্যাধিও উপশম করিয়া থাকে। সেবনকালে বাঁধিবাঁধি কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-
আতঙ্ক নিগ্রহ কার্ণাসী।
 ২১৪নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।
 নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।
জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।
 রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুন্দর

ফুলশয্যার সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিবাহের বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্ত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেত্রফণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তন্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাতে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের ধরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুরমার শত বেল, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকায়েই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমার অর্থাৎ সামান্ত ৫০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।
 বড় এক শিশির মূল্য ৫০ বার আনা; ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ১০/০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৫ ছই টাকা মাত্র; মাণ্ডলাদি ১০/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কম্বার।

আমাদিগের এট সালস। ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্কপ্রকার চর্মরোগ, পালা-বিকৃতি ও বাবতীয় চূষ্টকৃত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্বল্য ও ক্লান্ততা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর দৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীরাগিণের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নিরীকিয়ে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১০/০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১০/০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরশনি।

জ্বরশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরশনি—বাবতীয় অর্থেই মঙ্গলশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, গ্ৰীহা ও বক্রুৎঘটিত জ্বর, দৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মূত্ৰনেত্রাদির পাণ্ডুরতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা, মাণ্ডলাদি ১০/০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে স্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ সকলও ইহাচারি অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ১০ আট আনা, মাণ্ডলাদি ১০/০ সাত আনা।

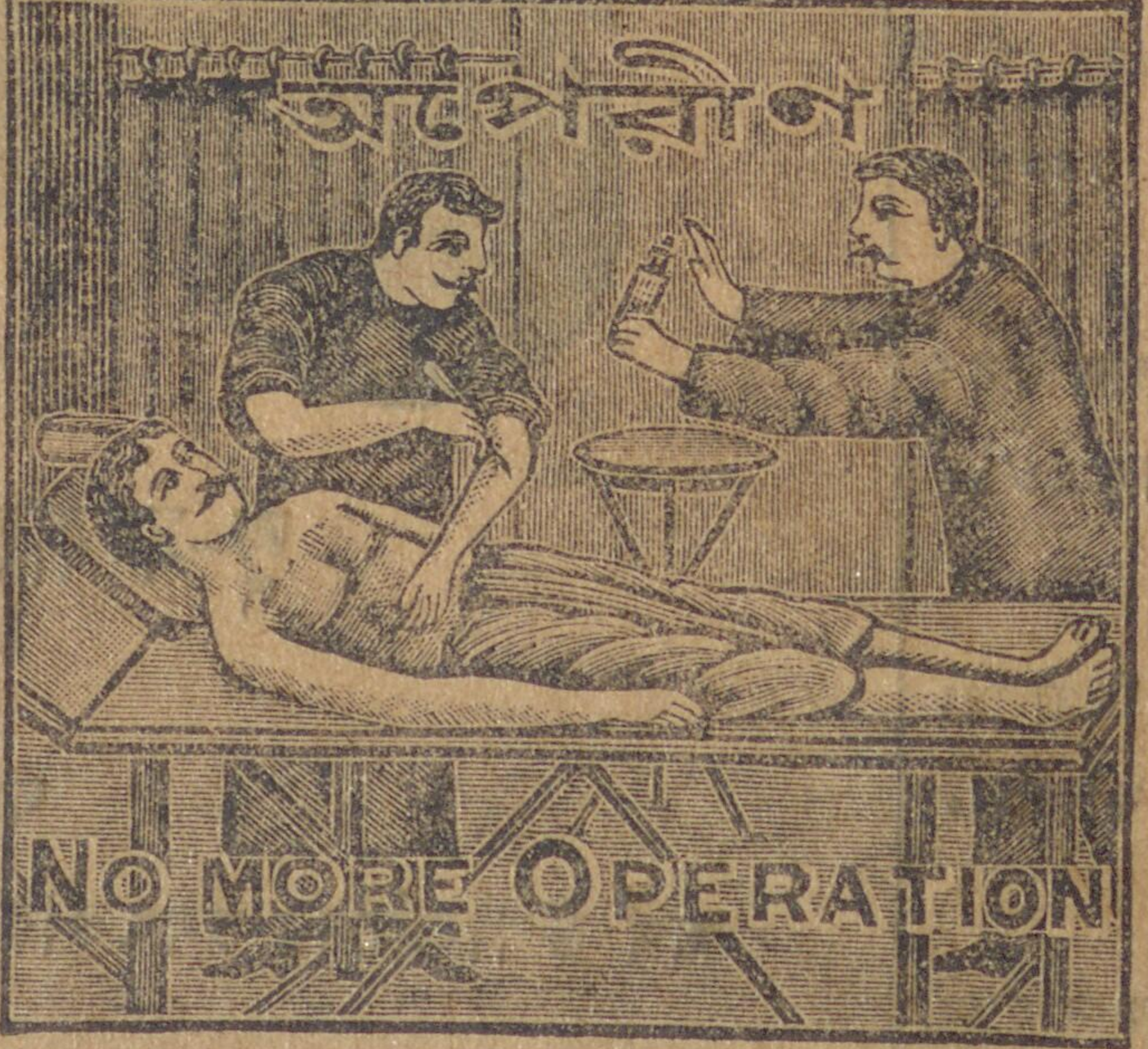
বাবতীয় কবিরাজ ঔষধ, তৈল, বৃত্ত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরন্ধ্বজ, মুগনাতি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট স্থলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাটি ঔষধ অন্যত্র দূর্লভ।
 রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্ধ আনার তাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিগদ সেন।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।
 ১৯২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, ট্রেটবাজার, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।



ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার, ল্যাস্কেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর। বাগী, ফোড়া, গুল্মাঘাত আদি বত রোগে, অপেরেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে। প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার, একেবারে বসে বাবে পাঁকবে নাকো আর। পরবর্তী অবস্থাতে আপনি বাবে কেটে, কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে। দামও মোটে একটা টাকা মাণ্ডল আট আনা, ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)। ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে, ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুরমা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, গ্ৰীহা ও বক্রুৎ সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্কপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১০/০ দশ আনা।

শিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কপেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় স্নাতুৎকষ্ট ঔষধ। মূল্য ১০/০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১২

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সালিসা



মহুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তড়িৎ। যখন দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মহুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করে, তন্মত্যা আবেগের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে গঠিত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগের বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষজ হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পশূল, শিরঃপীড়া, সর্কপ্রকার জ্বর, বহুমূত্র, হৃৎস্পন্দ, বাত, পক্ষাঘাত, শিরঃ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকের গর্ভের বাধক, বক্ষা, মূত্ৰবৎসা, স্থিতিকা, শ্বেত রক্ত প্রদর, মুছ্রী, হিষ্টিরিয়া, সর্কদিগের যুগুড়ি, বালসা, সন্দি, কালি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মঙ্গলপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী ঠিকানা ইহাচারি পাঠাইয়া রাশি রাশি উপায় করিয়াও সফলমনোরম হয় নাই, এই ঔষধ সেবন করিয়া নিশ্চয় সফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্র সেবনে মস্তিষ্কসহ মনে আনন্দ ও স্মৃতির সঞ্চারণ হয় এবং শরীর নববলে বদীয়মান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাণ্ডল সমেত ১১০ ছেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজি।
 ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত